31821 - হজ্জ বা উমরাতে নয়িত উচ্চারণ

প্রশ্ন

প্রশ্ন: নয়িত উচ্চারণ করা বদিআত হলে হজ্জ ও উমরার ক্ষত্রেে নয়িত উচ্চারণ করার গূঢ় রহস্য কি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

আলহামদুলল্লিাহ।

নয়িতরে স্থান হচ্ছে- কলব বা অন্তর। নয়িত উচ্চারণ করা বদিআত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ থকেে সাব্যস্ত হয়নি যে, তারা কোন ইবাদতরে পূর্বে নয়িত উচ্চারণ করছেনে। হজ্জ ও উমরার তালবয়িা নয়িত নয়।

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলনে:

নয়িত উচ্চারণ করা বদিআত। সজোরে নয়িত পড়া কঠনি গুনাহ। সুন্নাহ হচ্ছে- মনে মনে নয়িত করা। কারণ আল্লাহ তাআলা গোপন ও সঙ্গোপনরে সবকছিু জাননে। আল্লাহ তাআলা বলনে: "বলুনঃতোমরাকতিোমাদরেধার্মকিতাআল্লাহকেওেবহতিকরছ? অথচভূমণ্ডলে ও নভোমণ্ডলে যাকছিুআছসেব আল্লাহজাননে।আল্লাহসর্ববষিয়সেম্যকজ্ঞাত।"[সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কংিবা তাঁর সাহাবীবর্গ কংিবা অনুসরণযোগ্য ইমামদরে থকেে 'নয়িত উচ্চারণ করা' সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং জানা গলে যে, এটি শরয়িতে সদ্ধি নয়। বরং নবপ্রচলতি বদিআত। আল্লাহই তাওফকিদাতা।[ইসলামী ফতোয়াসমগ্র (২/৩১৫)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে নামায, তাহারাত (পবত্রিতা), রোজা কংিবা অন্য কোন ইবাদতরে ক্ষত্রেে নয়িত উচ্চারণ করা বর্ণতি হয়নি। এমনকি হজ্জ-উমরার ক্ষত্রেওে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতনে না যে, 'আল্লাহুম্মা ইন্নি উরদিু কাযা ওয়া কাযা...' (অর্থ- হে আল্লাহ, আমি অমুক অমুক আমল করার সংকল্প করছে...)।

আল্লাহই ভাল জাননে। এটি না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আমল থকেে সাব্যস্ত হয়ছে; আর না তনিি তাঁর কোন সাহাবীকে এটা উচ্চারণ করার নর্দিশে দয়িছেনে। শুধু এতটুকু পাওয়া যায় যে, দুবাআ বনিতে যুবাইর (রাঃ) নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালনে যে, তনিি হজ্জ করতে চান; তবে তনিি অসুস্থ। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললনে: তুমি হজ্জ শুরু কর এবং এ শর্ত করে নাও যে, 'মাহল্লিি হাইছু হাবাসতানি' (অর্থ- আপনি যখোনে আমাকে আটকে রাখনে আমি সখোনে হালাল হয়ে যাব)। তখন তুমি তোমার রবরে সাথে যে শর্ত করছেনে সে শর্ত মোতাবকে হালাল হতে পারবে। এখানে মৌখকি উচ্চারণরে বষিয়টি এসছে যহেতেু হজ্জটা মানতরে মত। মানত মৌখকি উচ্চারণরে মাধ্যমে সংঘটতি হয়। কনেনা কোন লোক যদি মনে মনে মানতরে নয়িত করে তাহলে সে মানত সংঘটতি হবে না। যহেতেু হজ্জ পরপিূর্ণ করার দকি থকেে মানতরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজ্জ শুরু করার সময় এই বাক্য বলে মৌখকিভাবে শর্ত করার নর্দিশে দয়িছেনে: "ইন হাবাসানি হাবসে ফা মাহল্লিি হাইছু হাবাসতানি" (অর্থ- যদি কোন প্রতবিন্ধকতা দ্বারা আমি আটকে পড়ি তাহলে যখোনে প্রতবিন্ধকতার শকিার হয়ছে সখোনে হালাল হয়ে যাব)।

পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদসিে যে এসছে, "আমার নকিটে জব্রিাইল এসে বলনে: আপনি এই মোবারকময় উপত্যকায় নামায আদায় করুন এবং বলুন: "উমরাতান ফি হাজ্জা" (অর্থ- উমরাসহ হজ্জ) কংিবা "উমরাতান ওয়া হাজ্জা" (অর্থ- হজ্জ ও উমরা)। এর মানে এ নয় যে, তনিি নয়িত উচ্চারণ করছেনে। বরং এর অর্থ হচ্ছে- তনিি তাঁর তালবয়িার মধ্যে হজ্জরে প্রকারটি উল্লখে করছেনে। প্রকৃতপক্ষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়িত উচ্চারণ করনেনি।[ইসলামী ফতোয়াসমগ্র (২/২১৬)]

আল্লাহই ভাল জাননে।